দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ০১ JUN 2016
পৃষ্ঠা 28 কলাম 2

ভুয়া সার্টিফিকেটে ১৬ বছর!

স্টাফ রিপোর্টার, গলাচিপা ॥ পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া এ হাকিম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শরীর চর্চা শিক্ষক মুঃ বাসেত খান ভুয়া বিপিএড অর্থাৎ ব্যাচেলার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন সার্টিফিকেট দিয়ে ১৬ বছর চাকরি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি মুঃ বাসেত খান ওই বিদ্যালয়ের শরীর চর্চা শিক্ষক পদে যোগ দেন। ওই পদের জন্য বিপিএড পাসের সার্টিফিকেট অবশ্যক হলেও বাসেত খানের তা ছিল না। তিনি আদৌ বিপিএড পড়েননি। জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে তিনি ভুয়া একটি সার্টিফিকেট জমা দেন। যা পরবর্তীতে একাধিক তদন্তে ধরা পড়ে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উপরন্তু তিনি ১৬ বছর ধরে নিয়মিত বেতন-ভাতাসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে রাঙ্গাবালী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মোখলেছুর রহমান জানান, জেলা শিক্ষা অফিস থেকে যাচাই করে ওই শিক্ষকের সার্টিফিকেট ভুয়া বলে তথ্য পাওয়া গেছে। বিষয়টি বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভায় আলোচনা করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান শিক্ষককে বলা হয়েছে। শিক্ষক মুঃ বাসেত খান এ অভিযোগের কোন সদুত্তর না দিয়ে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহতাব হুসাইন জানান, বিপিএড সার্টিফিকেট ভুয়া হওয়ার বিষয়টি আবারও তদন্ত করে দেখা হবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আবু হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, 'মূল সার্টিফিকেট জমা দেয়ার জন্য ওই শিক্ষককে চিঠি দেয়া হয়েছে। তা জাল প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

বড়বাইশদিয়া এ হাকিম বিদ্যালয়ের শরীর চর্চা শিক্ষক